ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

◀◀ টাইগারকে ভুলে প্রভাসে মজলেন দিশা?

পৃঃ ৫

ফাইনালের সেই ক্যাচ নিয়ে ▶▶ মুখ খুললেন সূর্যকুমার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৮৫ ● কলকাতা ● ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১ ● সোমবার ● ০৮ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

রাতভর গুলির লড়াইয়ে

পাঁচ জঙ্গি নিহত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাতভর গুলির লড়াইয়ে পাঁচ জঙ্গির নিহত হয়েছে পাঁচ জঙ্গি। এই সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দুই সেনারও। তাঁদের মধ্যে এক জন প্যারাট্রুপার রয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও এক সেনাও। অন্য দিকে, রাজৌরিতেও সেনাক্যাম্পের কাছে হামলা চালায় জঙ্গিরা। যদি দ্রুত সেই হামলার পাল্টা জবাব দেয় সেনা ।শনিবারই কুলগামের ফ্রিসাল এলাকায় সেনার সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয়। সেই হামলায় চার জঙ্গির নিহত হয়েছে বলে সেনা সূত্রে খবর। কুলগামে এই ঘটনার পর তল্লাশি আরও জোরদার করা হয়। পুরো এলাকা ঘিরে তল্লাশি চালায় সেনা। আর কোনও জঙ্গি এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে কি না তা-ও খতিয়ে দেখা হয়। শনিবারের পর রবিবারেও কুলগামে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে এক সেনা আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, মাঞ্জাকোট সেনাক্যাম্পে শনিবার রাতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল জঙ্গিরা। ক্যাম্প লক্ষ্য করে গুলি চালালে, পাল্টা জবাব দেয় সেনাও। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, মডারগাম গ্রামে শনিবার তল্লাশি অভিযানে গিয়েছিল সিআরপিএফ, সেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনী। গ্রামে তল্লাশি চালানোর সময় যৌথবাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। পুরো বাড়িটিকে ঘিরে ফেলে যৌথবাহিনী। দু'পক্ষের গুলির লড়াই চলে অনেক ক্ষণ। গভীর রাতে বাড়িটিকে বিস্ফোরক দিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় সেনা। রবিবার সকালে ওই বাড়ির ভিতর থেকে এক জঙ্গির দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘড়ির কাঁটা ধরে বিকেল চারটেয় পড়ল

পুরীর জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে টান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘড়ির কাঁটা ধরে বিকেল চারটেয় পড় ল পুরীর জগন্নাথ দেবের রথের রশিতে টান। এবারে পুরীর রথযাত্রা দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের সঙ্গে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার জন্য।এবারে নিরাপত্তা কঠোর করা হয়েছিল পুরীর রথযাত্রা উপলক্ষ্যে। ১৮০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হয়। তাতে রাজ্যপুলিশও মোতায়েন রয়েছে। সেই সঙ্গে এআই প্রযুক্তির সিসিটিভিও মোতায়েন করা হয়ছে। রাখা হয়েছে ৩৯টি দমকলের ইঞ্জিনও। ভিভিআইপিদের জন্য আলাদা পথ তৈরি করা হয়েছে।এই প্রথম ৫৩ বছর পর ২ দিন ধরে হবে রথযাত্রা উৎসব।একই দিনে পড়েছে নবযৌবন এবং নেত্রদান উৎসব। তারপরেই জগন্নাথ দেব পহন্ডি উৎসব সেরে পাড়ি দিয়েছেন মাসির বাড়ি গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে। সেখানে থাকবেন সাতদিন।

তারপরে সাতদিন মাসির বাড়িতে কাটিয়ে তিনি ফিরে আসবেন জগন্নাথ মন্দিরে। সাত দিনপরে হয় উল্টোরথ। পুরীর রথযাত্রার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশে রথের রশিতে টান পড়েছে। এবার লক্ষাধিক ভক্ত সমাবেশ হয়েছিল পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন আহমেদাবাদে। সেখানে গিয়ে রথের আরতি করেছেন তিনি। তারপরে গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ঝাঁটা দিয়ে রথের রাস্তা ঝাড় দিয়েছেন। যেননটা হয় পুরীতে। পুরীর রাজা সোনার ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার পর রথের চাকা গড়ায়।

পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও

পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রবিবার কলকাতা পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের সঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।

রাজভবন সূত্রের খবর, রাজ্যপাল রাজভবনে নিযুক্ত অন্যান্য পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে এপ্রিল-মে মাসে এক মহিলা কর্মচারীর মিথ্যা অভিযোগকে প্রচার আর উৎসাহিত করার অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে। এক কর্মকর্তা বলেছেন, 'এই আইপিএস অফিসাররা তাদের কাজের মাধ্যমে শুধুমাত্র গভর্নরের অফিসকে কলঙ্কিত করেনি বরং এমনভাবে কাজ করেছে যা একজন সরকারি কর্মচারীর জন্য সম্পূর্ণরূপে অশোভন। তারা সুবিধাজনকভাবে আচরণ বিধি উপেক্ষা করা বেছে নিয়েছে।' অন্যদিকে আগামী ১০ জুলাই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা দায়ের করেছেন তার শুনানি হবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অভিযোগ করেছেন যে কলকাতার পুলিশ অফিসার ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না। সংবাদ মাধ্যম সূত্রের খবর, রাজ্যপাল বিনীত গোয়াল ও ডিএসপি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। অভিযোগ করেছেন, যে তারা এমনভাবে কাজ করছে যা সম্পূর্ণরূপে একজন সরকারি কর্মীর উপযুক্ত আচরণ নয়।গত মাসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছিলেন

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ◻ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪–এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com –এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

ভাঙ্গরে চোর সন্দেহে গনপিটুনিতে মৃত্যু !

গুজবে গনপিটুনি থেকে মানুষকে বাঁচাতে জেলায় জেলায় হাবড়া, অশোক নগরের পথে স্বপন দত্ত বাউল

নিজস্ব সংবাদদাতা নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি চোর সন্দেহে গনপিটুনি তে একজনের মৃত্যু ঘটে গেলো ভাঙ্গড়ে। এই সভ্য যুগে মধ্যযুগের বর্বরতার স্বীকার হতে হচ্ছে অনেক অচেনা, অজানা , নির্দোষ মানুষকে , মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে। কাউকে ছেলেধরা আবার কাউকে চোর অথবা ডাইনি সন্দেহে তাছাড়া প্রেম ঘটিত বিষয়ে , অবৈধ প্রেমের সন্দেহের গুজব ছড়িয়ে নিরীহ মানুষকে গনপিটুনি , গনধোলাই , গণ হত্যা করে মেরে ফেলার ছোঁয়াচে রোগ সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। সারা বছরের সব সময়ই যাকে দেখা যায় জেলায় জেলায় ঘুরে পথে পথে বাউল গানে প্রতিবাদ ও সচেতন করতে তিনি রাজ্যের নয়নের মণি পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। কখনও শান্তি সম্প্রীতির বার্তা, ডেঙ্গু সচেতন, করোনা লক ডাউন সচেতন , গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, পরিবেশ কে দূষণ মুক্ত করতে, পুকুর ভরাট বন্ধ করতে , র‍্যাগিং এর বিরুদ্ধে, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিবাদ ও সচেতন করতে। সম্প্রতি এবারে উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় হাবড়া ও অশোক নগরে দেখা গেলো স্বপন দত্ত বাউলকে গনধোলাই, গণপিটুনি, গণ হত্যার বিরুদ্ধে বাউল গানে প্রতিবাদ ও সচেতন করতে। তিনি বলছেন গুজবে কান দিও না, গুজব ছড়ানো বন্ধ করো। অহেতুক মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে ছেলেধরা সন্দেহে এবং অচেনা অজানা মানুষকে চোর সন্দেহে গনপিটুনি বন্ধ করতে হবে। সভ্য যুগে মধ্যযুগের বর্বরতার মতো নারী পুরুষকে বিবস্ত্র করে অমানসিক অত্যাচার করা বন্ধ করতে হবে। যারা গনপিটুনি ও গনহত্যা করছে তাদের ফাঁসি দিতে হবে আইন কে কঠিন ও কঠোর হতে হবে। রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার এবং পুলিশ প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে । জনগণকে সচেতন হয়ে একজোট হয়ে গণপিটুনির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে গনপিটুনি গনহত্যা বন্ধ করতে হবে। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউলের গান ও বক্তব্য শোনার জন্য হাবড়া এবং অশোক নগরে মানুষ ভিড় জমায় এবং অনেকেই স্বপন বাউলের এই মহতী উদ্যোগ দেখে সাহস পেয়ে অনেকেই অঙ্গীকার করলেন আমরা জনগণ একজোট হয়ে এই প্রতিবাদ করে গনপিটুনি বন্ধ করব। উত্তর ২৪ পরগনার মানুষ সুদূর খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে এসে হাবড়া এবং অশোক নগরে গনপিটুনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সচেতন করতে দেখে প্রশংসা করলেন।

ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রথযাত্রার

শ্রীরামপুরের মাহেশ ৬২৮ বছর জন সমুদ্রে পরিণত

বেবি চক্রবর্তী: হুগলি: নিউজ সারাদিন : পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পর দেশের দ্বিতীয় প্রাচীন রথযাত্রা হিসেবে হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মাহেশ খ্যাত। রবিবার ৭ জুলাই সকাল থেকে প্রভু জগন্নাথ,বলরাম এবং সুভদ্রার পুজোতে মানুষের ঢল নামল চোখে পড়ার মতো শ্রীরামপুরের মাহেশ রথ যাত্রার ৬২৮ বছরে পা দিলো। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পরে নিম কাঠ দিয়ে জগন্নাথ বলরাম এবং সুভদ্রার মূর্তি তৈরি হয়। এখানে আগে কাঠের রথ হলেও এখন বর্তমানে তা লোহার রথে চেপে জগন্নাথ দেব নিজের বাড়ি থেকে মাসির বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এখানে জগন্নাথ দেবের ভোগ বলতে খিচুড়ি,অন্ন এবং পায়েস দেওয়া হয়।এখানকার রথে মোট নটি চুরা রয়েছে এবং ৫০ ফুট উচ্চতার ১২ টি চাকা বিশিষ্ট এই রথ তৈরি হয়েছে। এটি বর্তমানে দেখাশোনা করেন কলকাতার বসু পরিবার, জগন্নাথ দেবের এই রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা এক মাস ব্যাপী চলে । এখানে সারা দেশের দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন।মন্দির কমিটি এবং পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছরে ভিড় হবে আরো বেশি। তার কারণ একদিকে যেমন রবিবার অন্যদিকে এটি বিশ্বে দ্বিতীয় রথযাত্রা বলে। পুজো দেওয়ার ভোররাত থেকে মানুষের ঢল নেমেছে মাহেশে,, সমস্ত রকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শনিবার মধ্যরাত থেকেই হুগলির শ্রীরামপুরে পুলিশি নিরাপত্তা বলয়ের মধ্য দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। এখানে পূজো দিতে প্রতিবছর উপস্থিত হন শ্রীরামপুরের সাংসদ তথা বিশিষ্ট আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার অন্যদিকে হুগলির চন্দননগরে বিশাল রথযাত্রার শোভাযাত্রা বের হয় রবিবার সকালে রথের রশ্মিতে টান দিয়ে শুভ সূচনা করেছেন চন্দননগর পৌরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী,ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল, চন্দননগরের এসডিও বিষ্ণুদাস সহ অন্যান্যরা এখানেও রথ উপলক্ষে বিশাল মেলা বসে। চন্দননগরের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শনিবার সন্ধ্যা থেকে বিশাল পুলিশি পাহারা বসানো হয়,,, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোরে ট্রাফিক মোড়ে নো এন্ট্রি করা হয়।

কোটা সমস্যার সমাধান করার

দাবি জাতীয় শিক্ষাধারার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোটা সমস্যার সমাধান করার দাবি করেছে ছাত্র-শিক্ষকদের যৌথ সংগঠন জাতীয় শিক্ষাধারা। ৭ জুলাই বিকেলে জাতীয় শিক্ষাধারার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শান্তা ফারজানা, সহ-সভাপতি আদিলুর রহমান, নূরুজ্জামান খান, সাধারণ সম্পাদক খান মো. সাইফুদ্দিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক নুসরাত মিম এক যৌথ বিবৃতে বলেন, কোটাপ্রথা বৈষম্য বৃদ্ধি করছে অথচ বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্য নিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হলেও এই কোটাপ্রথা চরমভাবে বাংলাদেশের মানুষকে দুভাগে বিভক্ত করছে। যা আমরা স্বাধীনতার ৫৪ বছর পর কোনভাবেই প্রত্যাশা করিনা। তাই চাই কোটার নামে মেধাবীদের পথচলাকে কন্টকাকীর্ণ না করে কোটা সমস্যা সমাধান করা হোক।

যাত্রী স্বাচ্ছন্দকে মাথায় রেখে ১২ কামরার পাশাপাশি

এবার থেকে ট্রেনের গতিও বাড়াতে চলেছে পূর্ব রেল

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : পূর্ব র্রেলের পক্ষ থেকে লোকাল ট্রেনের পরিষেবায় ব্যাপক রদবদল আনা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই লোকাল ট্রেন পরিষেবা একাধিক রদবদল আনার পাশাপাশি ট্রেনের কামরা গুলির মান উন্নয়ন করা হয়েছে।

কয়েকদিন আগে নয় বগির পরিবর্তে ১২ বগির লোকাল ট্রেন চালানোর জন্যই শিয়ালদাহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

রেল সূত্রে জানা গেছে ৯ কামরার লোকাল ট্রেন কোনো রুটেই আর চলবে না। এবার থেকে প্রতি রুটেই ১২ কামরার লোকাল ট্রেন চালানো হবে। এর ফলে যাত্রীদের আর ঝুলোঝুলি করে ট্রেনে যেতে হবে না। এতে সকল যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে যে লোকাল ট্রেন পরিষেবাকে উন্নত করে তুলতে একের পর এক ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অন্যদিকে পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় ১৩০ কিলোমিটার করা হবে। পাশাপাশি দূরপাল্লার কিছু ট্রেনের গতিবেগও বাড়ানো হচ্ছে। রেল সূত্রে আরও জানা গেছে পুরনো কামরাগুলির জায়গায় উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন অত্যাধুনিক ট্রেন পরিষেবা দেওয়া হবে। একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে ট্রেনের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষকে। রেল দুর্ঘটনার বিষয়ে রেলের তরফ থেকে তখন জানানো হয়েছিল মাত্র ১,১০০ কিলোমিটার রেলপথে কবচ বসানো হয়েছে। এখনো সব রুটে কবর বসানো হয়নি।

জেলের অন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জেলের অন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। শনিবার রাত ৮.৩০ নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের অমরাবতী সেন্ট্রাল জেল। যদিও এই বিস্ফোরণে কোনও হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। এই ঘটনা বোমা বিস্ফোরণ নাকী বাজির শব্দ তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।এদিকে সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, শনিবার রাতে ওই জেলের পাশ থেকে যাওয়া হাইওয়ের উড়ালপুলের উপর থেকে বলের মতো কোনও বস্তু জেলের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়। তাতেই ঘটে এই বিস্ফোরণ। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জেলের নিরাপত্তা নিয়ে। ওই ব্যক্তি কে এবং কী উদ্দেশ্যে এই বিস্ফোরণ ঘটালো তা জানার চেষ্টা চলছে। যদিও অভিযুক্তের এখনও কোনও খোঁজ পায়নি পুলিশ।

এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই হামলার পিছনে সন্ত্রাস যোগের তত্ত্ব উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। আপাতত ফরেনসিক রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ। রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেই অনেক কিছু স্পষ্ট হবে বলে জানাচ্ছেন তদন্তকারীরা।পাশাপাশি তলব করা হয়েছে বম্ব স্কোয়াডকে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলের মধ্যে বিস্ফোরণের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পৌঁছন অমরাবতীর পুলিশ সুপার ও ডেপুটি কমিশনার। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় বম্ব স্কোয়াডকে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু

এরপর ৩ পাতায়

৫০৩ জনের রক্তদান এবং শতাধিক মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

মো. জহির, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : খিদিরপুরে তৃণমূলের উদ্যোগে একটি মেগা রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন মো. শাহবাজ আলম ও তার দল করেছেন। যেখানে ৫০৩ জন রক্তদান করেন এবং শতাধিক মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং কলকাতার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, স্থানীয় ৭৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নিজামউদ্দিন শামস প্রমুখ।

১-ম পাতার পর

পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও পুলিশের এক ডেপুটি কমিশনারের বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে চলেছে

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানেই কলাকাতা পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করা সত্ত্বেও ভোট পরবর্তী হিংসার আক্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁকে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। রাজভবনের পক্ষ থেকে জানান হয়েছিল, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বাংলার গভর্নর সিভি আনন্দ বোসের জমা দেওয়া একটি বিশদ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আইপিএস অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা শুরু করেছে।' রাজভবন থেকে জানান হয়েছিল চিঠি প্রতিলিপি রাজ্য সরকারের কাছে ৪ জুলাই পাঠান হয়েছে।

২ পাতার পর

জেলের অন্দরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ

করেছে পুলিশ। এই বিস্ফোরণ বাজি না বোমা তা স্পষ্ট না হলেও প্রাথমিকভাবে এটি বোমা বিস্ফোরণ বলেই অনুমান করা হচ্ছে। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে এর আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যায়। খবর পেয়ে বম্ব স্কোয়াডের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছে ইতিমধ্যেই বিস্ফোরণস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে ফরেনসিক টিম। সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে এলেই স্পষ্ট হবে কী ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছিল।

কলকাতা ইসকনের রথ শুভ উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আজ রবিবার ৭ জুলাই সারা ভারতবর্ষের পাশাপাশি কলকাতার ইসকন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হলো জগন্নাথ দেবের শুভ রথযাত্রা আজ সকালে জগন্নাথ দেবের কলকাতা ইসকন মন্দিরে পুজো দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এরপর দুপুর ২ ঘটিকায় রথের দড়িতে টান দিয়ে এবং নারকোল ফাটিয়ে রথযাত্রা শুভারম্ভ করেন আজ সোজা রাতে জগন্নাথ দেব ও বলরাম এবং সুভদ্রা রথে চেপে অ্যালবার্ট রোডে ইসকন মন্দিরের উল্টো দিকে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে মাসির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন জগন্নাথ,বলরাম ও সুভদ্রা চলেন। শেষ হয় ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে, অর্থাৎ মাসির বাড়িতে। এই রথ যাত্রায় কয়েক হাজার ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন। সাত দিন মাসির বাড়িতে থাকার পর আবার পুনরায় নিজের বাড়িতে ফিরে হাসবেন জগন্নাথের রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বছর থেকে দিঘাতে পুরীর আদলে রথযাত্রা হবে সেখানে যাওয়ার অনুরোধ করলেন সাধারণ জনগণকে।

উপনির্বাচনকেও হালকাভাবে নিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বঙ্গে শুরু হবে উপনির্বাচন। চার বিধানসভা কেন্দ্রে একসঙ্গে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১০ জুলাই রাজ্যের চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে উপনির্বাচনকেও হালকাভাবে নিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন। নিরাপত্তা নিয়ে যাতে কোনও খামতি না থাকে তার জন্যই তোড়জোড় শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন।এবার দেখা যাক কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিন্যাস। ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে সিআরপিএফ থাকবে ১৪ কোম্পানি, বিএসএফ ১৯ কোম্পানি, সিআইএসএফ ১০ কোম্পানি, আইটিবিপি ১৪ কোম্পানি এবং এসএসবি ১৩ কোম্পানি। সব বিধানসভা কেন্দ্রগুলিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। রানাঘাট দক্ষিণ ও রায়গঞ্জ কেন্দ্রের বিধায়ক আগেই ইস্তফা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছিলেন। বাগদা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসও ইস্তফা দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হন। তাই এই তিন কেন্দ্রে উপনির্বাচন হচ্ছে। আর মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সাধন পাণ্ডে প্রয়াত হওয়ার পর দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন আটকে ছিল। এবার সেটাও হচ্ছে।শুধু তাই নয়, চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য বাড়ানো হচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সংখ্যাও। অতিরিক্ত আরও ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে এই চার বিধানসভা কেন্দ্রে।

সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায় মোতায়েন করা হয়েছিল। কাশ্মীরের থেকে বাংলায় বেশি ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার রায়গঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে অতিরিক্ত আরও চার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে। আর রানাঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে ৪ কোম্পানি, বাগদায় ৪ কোম্পানি এবং মানিকতলায় অতিরিক্ত আরও ৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে উপনির্বাচনের দিনে। সুতরাং চার বিধানসভা উপনির্বাচনের জন্য বাংলায় থাকছে ৭০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। লোকসভা নির্বাচনের সময় দুই বিধানসভা কেন্দ্র মানিকতলা এবং ভগবানগোলায় উপনির্বাচন হয়েছিল। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে ওই দুই বিধানসভার উপনির্বাচন হয়ে যাওয়ায় আলাদা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে হয়নি। কিন্তু এবার চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য আলাদা করে কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখতে হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে নির্বাচন যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয় তাই আরও অতিরিক্ত ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। অর্থাৎ রায়গঞ্জে থাকছে ১৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, রানাঘাটে ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, বাগদায় ২০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং মানিকতলায় রাখা হচ্ছে ১৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। উপনির্বাচনের শেষে অতিরিক্ত কোম্পানি আবার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে বলেও জানানো হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের চিঠিতে।

অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য প্রতিভার অধিকারীনি সাড়ে তিন বছরের শিশু

অভিজিৎ হাজরা , আমতা , হাওড়া : নিউজ সারাদিন : কবিইন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর " বীরপুরুষ " কবিতার শেষ পংক্তিতে লিখেছেন 'রোজ কত কী ঘটে যাহা তাহা-এমন কেন সত্যি হয় না আহা। ঠিক যেন এক গল্প হত তবে , শুনতে যারা অবাক হত সবে, দাদা বলত, ' কেমন করে হবে, খোকার গায়ে এত কি জোর আছে'। পাড়ার লোকে বলত সবাই শুনে, 'ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে"। দেশে সময় সময়ে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যে ঘটনাগুলি বুদ্ধি দিয়ে ও ব্যাখ্যা করা যায় না। সেই ঘটনা অনেকে বিশ্বাস করে। অবার অনেকে বিশ্বাস করে না। সেই ঘটনা অনেকে আবার কাকতলীয়, প্রচার মাধ্যমের শিরোনামে আসার জন্য প্রচার করে থাকে বলে বলতে থাকেন। কবিইন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ' বীরপুরুষ ' কবিতার ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেল আমতায়। গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া উত্তর বিধানসভার আমতা ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সিরাজবাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত একটি গ্রাম' মান্দারিয়া ' । এই গ্রামের কয়াল পাড়ার একটি সাড়ে তিন বছরের শিশু মুগ্ধা কয়াল। এই শিশু নিজের অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য প্রতিভার জন্য ভারতের যে রেকর্ড বুক রয়েছে I B R (INDIAN BOOK OF RECORDS) ২০২৪ এই বইয়ে নাম নথিভুক্ত করে ফেলেছে। মুগ্ধা কয়াল এর বাবা গৌতম কয়াল ঔষধের সেলস্ম্যান ।মা মধুরিমা কয়াল গৃহবধূ। মুগ্ধার বয়স সাড়ে তিন বছর হয়ার কারণে এখনও কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি ।মুগ্ধা গ্রামীণ ' অঙ্গনওয়াদি ' কেন্দ্রে (আই সি ডি এস -সুসংহত শিশু শিক্ষা কেন্দ্র) যায়। সাড়ে তিন বছরের মুগ্ধা ৪০ সেকেন্ডে ৬২ টি দেশের নাম সহ সেই দেশের রাজধানীর নাম,৩০ সেকেন্ডে ৩৭ টি দেশের জাতীয় প্রতীকের নাম,৭ মিনিট করে ৯০ টি বাংলা ও ইংরাজী ছড়া বা রাইমস্ মুখস্থ বলছে। সেই সাথে সাথে ২০ টি প্রাণীর নাম, বিভিন্ন দেশের জাতীয় পাখির নাম, বিভিন্ন দেশের জাতীয় পশুর নাম,পশু - পক্ষীর ডাকের নাম,২০ টি যানবাহনের নাম,২৫ টি করে বাংলা ও ইংরাজী শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ,১৫ দেশের পেশাদার ব্যক্তির নাম, বিভিন্ন দেশের মনিষীদের নাম বলে যাচ্ছে কোন দিধা - সংকোচ না করে। এই সব বলে চলেছে গড়গড় করে। সাড়ে তিন বছরের মুগ্ধা কয়াল এর এই অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য স্বীকৃতি স্বরূপ ও ই জ (INDIA BOOK OF RECORDS) এর পক্ষ থেকে I B R 2024 বই , মেডেল,মানপত্র,পেন,আই কার্ড ও অন্যান্য উপহার সামগ্রী মুগ্ধা কে প্রেরণ করেছে। মুগ্ধা -র এই অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য প্রতিভা প্রসঙ্গে মুগ্ধা -র বাবা গৌতম কয়াল ও মা মধুরিমা কয়াল বলেন, "মুগ্ধা যখন হামাগুড়ি দিতে শেখে তখন আমরা খেলারচ্ছলে বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রী দেখিয়ে ওকে সেই সামগ্রী গুলির নাম বলতাম । পরে সেই সামগ্রী ঘরের মেঝেতে রেখে ওকে জিনিসটার নাম বলে আনতে বলতাম। দেখতাম ও হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে আমাদের বলা জিনিসটা ঠিক এনে দিচ্ছে ।ওর এই মনে রাখার ক্ষমতা দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছিলাম। তারপর মুগ্ধা যখন আধো আধো কথা বলতে শেখে তখন আমরা বিভিন্ন ইংরাজী - বাংলা ছড়া বলতাম ।পরে ও সেই গুলি বলতো। আস্তে আস্তে আমরা ওর সামনে বিভিন্ন দেশের নাম, তাদের রাজধানীর নাম, বিভিন্ন পশু - পক্ষীর নাম ও তাদের ডাকের নাম বলতাম, বিভিন্ন দেশের জাতীয় প্রতীকের নাম, যানবাহনের নাম, ইংরাজী - বাংলা - র বিভিন্ন বিপরীতার্থক শব্দ বলতাম, বিভিন্ন দেশের পেশাদার ব্যক্তির নাম, মনিষীদের নাম বলতাম। দেখলাম পরবর্তী সময়ে ওকে সেই গুলি জিজ্ঞাসা করলে ও গড়গড় করে সব বলে যাচ্ছে। মুগ্ধা -র বাবা ও মা -কে জিজ্ঞাসা করা হয় ,মুগ্ধা বড় হলে আপনারা মেয়েকে কি করতে চান? এই প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া গেল, এই উত্তর আজ পর্যন্ত কোন বাবা - মা দেন নি। প্রশ্নের উত্তরে অনেক বাবা - মা বলে থাকেন তাদের সন্তান - সন্ততিদের ভবিষ্যতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক - শিক্ষিকা, উকিল ইত্যাদি ইত্যাদি করতে চান ।যে উত্তর কোন বাবা - মা - র কাছ থেকে পাওয়া যায় না, সেই উত্তর পাওয়া গেল মুগ্ধা-র বাবা গৌতম কয়াল ও মা মধুরিমা কয়াল এর কাছ থেকে । ওনারা বলেন, " আমরা চাই আমাদের মেয়ে মুগ্ধা যেন মানুষের মতন প্রকৃত আদর্শবান মানুষ হয়"। মুগ্ধা -র এই অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য স্বীকৃতি স্বরূপ I B R এর পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন' ডট ', এর পক্ষ থেকে মুগ্ধা -র হাতে মানপত্র ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করেছে । আমতা ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির " জয়পুর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও "স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এর পক্ষ থেকে মুগ্ধা -র হাতে মানপত্র , বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ রোধে বৃক্ষ তুলে দেন। মুগ্ধা -র এই সাফল্যের ভারতীয় স্বীকৃতি পাওয়ায় মান্দারিয়া গ্রামবাসী সহ আমতাবাসী মুগ্ধা কে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

মোদির 'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠান নিয়ে প্রথম থেকেই সমালোচনায় মুখর বিরোধীপক্ষ

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্ষিক 'পরীক্ষা পে চর্চা' এবার একটি ভারচুয়াল প্ল্যাটফর্মে পুনর্নির্মাণ করা হবে। এনসিইআরটির পরিকল্পনা, প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাগুলো একটি পোর্টালে হোস্ট করা হবে। সেই পোর্টালে শিক্ষার্থীরা টু-ডি, থ্রি-ডি পরিবেশ পাবে, এমনকী, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তোলার জন্য একটি জোন থাকবে।প্রসঙ্গত, ২০১৮ সাল থেকে চালু হয় 'পরীক্ষা পে চর্চা'। এবছর তার সপ্তম সংস্করণে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে ২.৬৬ কোটি পরীক্ষার্থী নাম নথিভুক্ত করেছিল। এটি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সরাসরি সম্প্রচার হয়। দিল্লির অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগ দেওয়ার জন্য অনলাইনে মাল্টিপল চয়েজ কোয়েশ্চনের একটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের নির্বাচিত করা হয়।পরীক্ষার্থীরা সেই সেলফি ওই পোর্টালে পোস্ট করা ছাড়াও, ডাউনলোড করে সোশাল মিডিয়াতেও শেয়ার করতে পারবে।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, চলতি সপ্তাহের শুরুতে, এনসিইআরটি একটি 'এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট' নথি প্রকাশ করেছিল যা ভেন্ডরদের 'পরীক্ষা পে চর্চা'র ইন্টার্যাক্টিভ ভারচুয়াল প্ল্যাটফর্ম তৈরির জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। লক্ষ্য হল বছরে অন্তত এক কোটি অনলাইন দর্শক আকৃষ্ট করা এবং ইভেন্টটিকে ভারচুয়াল ফরম্যাটে পুনরায় নির্মাণ করা যাতে শিক্ষার্থীরা সারা বছর তাদের বাড়ি থেকে এর ব্যবহার করতে পারে।নিট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শাসক শিবিরকে আক্রমণে নেমেছে বিরোধীরা। মোদির 'পরীক্ষা পে চর্চা' অনুষ্ঠান নিয়ে প্রথম থেকেই সমালোচনায় মুখর বিরোধীপক্ষ। নিট নিয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সামনে আসতেই তারা আক্রমণের গতি বাড়িয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মোদিকে বিঁধে 'এক্স' হ্যান্ডলে লিখেছিলেন, "আপনি পরীক্ষা পে চর্চা অনেক করেন, নিট পে চর্চা কবে করবেন!" সেই আবহেই আবার পরীক্ষা পে চর্চার ভারচুয়াল পুনর্নির্মাণের খবর সামনে এল।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৮৫ সংখ্যা ০৮ জুলাই, ২০২৪ সোমবার ২৩ আষাঢ়, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

নয়াদিল্লিতে ডাক পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নয়াদিল্লিতে ডাক পেতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর তাই গ্রামোন্নয়নের একাধিক প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ বকেয়া আটকে রেখেছে সেই তথ্য তৈরির নির্দেশ দিল নবান্ন। এবার লোকসভা নির্বাচনের পর পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছে। তৃতীয় এনডিএ সরকারে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী বদল হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। সেই কাজও চলছে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর তাঁদের ভরসা নেই। রাজ্য সরকার সংশোধনের পরে প্রায় ১১.৩৬ লক্ষ আবাস উপভোক্তাকে অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারই। এমনকী কেন্দ্রীয় সরকার যে নির্দেশ দিয়েছিল সেটাও পালন করেছে রাজ্য সরকার। তাহলে কেন টাকা পাচ্ছে না বাংলা? উঠছে প্রশ্ন। এই নিয়ে যাবতীয় তথ্য নতুন মন্ত্রীকে তুলে ধরা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এনডিএ সরকার এখন টাকা ছাড়লে তাতে গ্রামের মানুষের সমর্থন পরে মিলতে পারে।নতুন মন্ত্রী হয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই বকেয়া আটকে থাকার বিষয়ে শুনবেন বলে রাজ্যের কর্তাদের কাছে বলে সূত্রের খবর। বাংলার ১০০ দিনের কাজের টাকা থেকে শুরু করে আবাস যোজনার টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তা নিয়ে কম চর্চা ও আন্দোলন হয়নি। কিন্তু টাকা মেলেনি।

এই ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা যা কেন্দ্রের দেওয়ার কথা তা রাজ্য সরকার দিয়েছে। তারপর ফলাফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। বাংলায় এখন ২০২২ সালের নভেম্বর মাস থেকে এখনও পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে আবাস প্রকল্পের টাকা। তারও আগে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে একশো দিনের কাজের প্রকল্পের টাকা। কাজও বন্ধ রয়েছে। বারবার নানা কাগজপত্র থেকে শুরু করে চিঠি পাঠানোর পরও মেলেনি টাকা। সমস্ত তথ্যই রিপোর্ট আকারে কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছিল বলে দাবি নবান্নের। আগের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং ও তাঁর অফিসারদের সঙ্গে বারবার সাক্ষাৎ করেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী ও অফিসাররা। কিন্তু টাকা তো মেলেনি। উলটে কেন্দ্রীয় দল বারবার এসেছে।এখন প্রত্যেক রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক শুরু করেছেন নয়া গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। তাই প্রস্তুতি শুরু করেছে নবান্ন। আগের সমস্ত চিঠি থেকে শুরু করে বকেয়ার নথি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পাঠানো নথি এক ফাইলে রাখার কাজ চলছে। সেখানে সব রিপোর্টই থাকবে। কোন প্রকল্পে কত বকেয়া আছে তার সবিস্তার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে পেশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'সব রাজ্যের সঙ্গে নতুন গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী পর্যালোচনা শুরু করেছেন। নামের প্রথম অক্ষর মেনে ডাকা হলে আমাদের ডাক আসতে দেরি হবে। তবে সাক্ষাতে মন্ত্রীকে আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করব। বকেয়ার সামগ্রিক তথ্য কেন্দ্রকে চিঠি লিখে পাঠাতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সবাই নির্বাক হয়ে অশ্রুসজল চোখে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন কখন বাবার মহাযোগ ভাঙ্গবে। কিন্তু ঐ মহাযোগ আর ভাঙেনি। শেষ পর্যন্ত ১১.৪৫ মিনিটে দেহ স্পর্শ করা হলে দেহ মাটিতে পড়ে যায়। বাংলা ১২৯৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ (১ জুন, ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ১৬০ বছর বয়সে লোকনাথ ব্রহ্মচারী দেহত্যাগ করেন।নারায়ণগঞ্জের বারদীর শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে প্রতি বছর উনিশ জৈষ্ঠ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান উৎসব ও সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গান্ধীবুড়ির আত্মবলিদানের পর ৮০ বছর কাটলেও তাঁকে নিয়ে সে ভাবে চর্চা নেই

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

পত্রিকার জন্ম দিয়েছিলাম আমি সেই পত্রিকার জন্য আমি বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছি,সেই তমলুক-মেচেদা রোডে কাঁকটিয়া বাজার থেকে আলিনান গ্রামের পূর্বপাড়া পর্যন্ত সাড়ে তিন কিলোমিটার রাস্তা মোরাম থেকে ঢালাই হয়েছে। বসেছে স্ট্রিট লাইট। ট্রেকার, ভ্যানে চেপে পৌঁছে যাওয়া যায় মাতঙ্গিনীর বাড়িতে। দোতলা মাটির বাড়ি। তবে রাস্তার মোড়ের আবক্ষ মূর্তি, শহিদ বেদি ছাড়া আর কিছু দেখে মাতঙ্গিনীর বাড়ি চেনার উপায় নেই।তাঁর বাপ-ঠাকুরদা আর স্বামী-শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে দেখা গেল, অগোছালো ছবির মতো দুটো গ্রাম। হোগলা আর আলিনান। একটু যত্ন নিলেই পূণ্যতীর্থের মতো পর্যটক টানত তমলুকের এই দুটো জায়গা। আজকের দিনে এই বাড়িগুলো কি অবস্থায় পড়ে আছে তা আমার জানা নেই। সেই সময় বিবরণ গুলো আজ আমার কলমে তুলে ধরছি।বছর কাটলেও তাঁকে নিয়ে সে ভাবে চর্চা বা কোনও সংগ্রহশালা কেন তৈরি হল কি জানি না, জানেন তাঁর পরিবারের বর্তমান সদস্যরা। বর্তমান প্রজন্ম, সাধারণের কাছে তিনি শুধুই স্বাধীনতা শহিদ। বিশেষ দিনে স্মরণের পর বেমালুম ভুলে যাওয়া। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ মাতঙ্গিনীর পরিবার। তবে পরিবারের কেউ বাড়ি লাগোয়া জমিও দিয়েছেন সংগ্রহশালার জন্য। তবু সেই কাজ হয়েছে কিনা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয়, মাটির যে কুঁড়েতে তিনি দীর্ঘ মাটির যে কুঁড়েতে তিনি দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন, সেটা আর নেই। মাতঙ্গিনী যে কোনও নারীর থেকে কম ছিলেন না। শুধু মূর্তি, স্তম্ভ তৈরি করলে মানুষ তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানতে পারবেন না। মাতঙ্গিনী হাজরা বাবার মৃত্যুর পর বেলুন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে হোগলাতে মামার বাড়ি এসে থাকতেন মাতঙ্গিনী। মামার কোনও ছেলে ছিল না। ৬ বছর বয়সে বিয়ে হয়ে আলিনানে শ্বশুরবাড়িতে চলে আসেন। এখান থেকেই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। আলিনান তাঁর বাসস্থান এবং কর্মক্ষেত্র।' তাঁর আক্ষেপ, দু-একজন মাতঙ্গিনীর কাজকর্ম সম্পর্কে সামান্য কিছু জানেন। তাঁদের মৃত্যুর পর আর কেউ কিছু জানাতেই পারবেন না।মৃত্যুর সেই স্মরণীয় ইতিহাস ,মাতঙ্গিনী শহিদ এর ইতিহাস বাংলা কেন ভারতবর্ষের মানুষ আজো ভুলিনি।১৯৪২-এর ২৯ সেপ্টেম্বর। আগস্ট বিপ্লবের জোয়ার তখন মেদিনীপুরে আছড়ে পড়েছে। ঠিক হয়েছে এক সঙ্গে তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া হবে।মাতঙ্গিনী স্বেচ্ছাসেবকদের বোঝালেন গাছ কেটে ফেলে রাস্তা-ঘাট সব বন্ধ করে দিতে হবে। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দিতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে। পাঁচদিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্রা নিয়ে গিয়ে তমলুক থানা এবং একই সঙ্গে সমস্ত সরকারি অফিস দখল করে নিতে হবে।যেমন কথা তেমনি কাজ। ২৯ সেপ্টেম্বর পাঁচটি দিক থেকে পাঁচটি শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল তমলুক অধিকার করতে। হাজার হাজার মেদিনীপুরবাসী শামিল হয়েছিলেন ওই শোভাযাত্রায়। হাতে তাদের জাতীয় পতাকা। মুখে গর্জন ধ্বনি 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো- করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে- বন্দে মাতরম্।'

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

স্টারমারকে অভিনন্দন জানিয়ে যে চুক্তির প্রত্যাশা করলেন মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যুক্তরাজ্যের নতুন প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার টেলিফোনে কথা বলে তাকে অভিনন্দন জানান মোদি।

এ সময় দুই দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (এফটিএ) কাজ দ্রুত কার্যকর করার বিষয়ে সম্মত হন উভয় রাষ্ট্রপ্রধান।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় (পিএমও) থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, উভয় নেতা দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করেছেন। পাশাপাশি তারা ভারত-যুক্তরাজ্যের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর ও অগ্রসর করার জন্য প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ফোনালাপে যুক্তরাজ্যের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে ভারতীয় সম্প্রদায়ের ইতিবাচক অবদানের প্রশংসা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। দুই নেতা সাধারণ জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে ও নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে সম্মত হয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, কিয়ার স্টারমারের সঙ্গে কথা বলে আমি আনন্দিত। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার জন্য তাকে অভিনন্দন। আমরা আমাদের জনগণের অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও বৈশ্বিক উন্নয়নের জন্য ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারত্ব ও দৃঢ় অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এর আগে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্তিত্ব থেকে সদ্য বিদায় নেওয়া ঋষি সুনাককে শুভকামনা জানিয়ে পোস্ট করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, ঋষি সুনাক, প্রশংসনীয় নেতৃত্ব ও দায়িত্বে থাকাকালীন ভারত-যুক্তরাজ্যের সম্পর্ককে আরও গভীর করতে আপনার সক্রিয় অবদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার ভবিষ্যৎ ও আপনার পরিবারের জন্য শুভকামনা রইল।

গত ৪ জুলাই যুক্তরাজ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে কিয়ার স্টারমারের লেবার পার্টি। এর মধ্য দিয়ে দেশটিতে কনজারভেটিভ পার্টির ১৪ বছরের শাসনামলের অবসান ঘটে। শনিবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সংবাদ সম্মেলনে স্টারমার বলেন, যে যাকে ভোট দিক না কেন, দল-মত-ধর্ম-বর্ণ নির্বেশেষে সব নাগরিকদের সেবা করা আমার দায়িত্ব। যুক্তরাজ্যে পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অবিলম্বে দেশের পুনর্গঠন শুরু হবে।

সিনেমার খবর

মুক্তির ৫ দিনেই উঠে এলো 'কল্কি' সিনেমার লগ্নির টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সাড়া ফেলেছে ভারতীয় সিনেমা 'কল্কি ২৮৯৮এডি'; মুক্তির মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় লগ্নির টাকা উঠে এসেছে নাগা অশ্বিন পরিচালিত সায়েন্সফিকশনধর্মী এ সিনেমার।

'কল্কি' মুক্তি পেয়েছে গত ২৭ জুন। এনডিটিভি লিখেছে, ৬০০ কোটি রুপির বাজেটের সিনেমাটি প্রথম দিনই ভারত থেকে আয় করেছে ৮৪ কোটির বেশি; আর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে ১৯১ কোটি রুপি। আর মুক্তির পাঁচ দিনের মধ্যে 'কল্কি' বিশ্বের বক্স অফিসে ৬৩৫ কোটির বেশি ব্যবসা করে ফেলেছে।

এর আগে, গত বছর মুক্তি পাওয়া শাহরুখ খানের 'জওয়ান' প্রথম দিন ঘরে তুলেছিল ৭৫ কোটি রুপি। আর বক্স অফিস জানিয়েছিল, বছর শেষে সারা বিশ্বজুড়ে 'জওয়ান' আয় করে ১ হাজার ১৬০ কোটি রুপি।

'কল্কি' সিনেমায় প্রথমবারের মত দক্ষিণের তারকা প্রভাসের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন হিন্দি সিনেমার নায়িকা দীপিকা পাড়ুকোন। এতে পৌরাণিক চরিত্র 'কল্কি'র ভূমিকায় পর্দায় এসেছেন প্রভাস। আর দীপিকা অভিনয় করেছেন 'পদ্মা' নামের চরিত্রে। আছেন বলিউডের মেগাতারকা অমিতাভ বচ্চন এবং দক্ষিণের কমল হাসানের মত বাঘা বাঘা অভিনেতারা। ম্রুণাল ঠাকুর, দুলকার সালমান, বিজয় দেবরাকোন্ডার মত জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পীরাও কাজ করেছেন এ সিনেমায়। আর খল চরিত্রে প্রশংসা কুড়াচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়।

এছাড়া ভারতের দুই নামকরা পরিচালক এস এস রাজামৌলি এবং রাম গোপাল ভার্মাকে 'কল্কি' সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা গেছে। এসবের পাশাপাশি সিনেমায় ভিজ্যুয়াল ইফেক্টের ব্যবহার দারুণ প্রশংসা পাচ্ছে।

টাইগারকে ভুলে প্রভাসে মজলেন দিশা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘ প্রায় অর্ধ যুগ ধরে সম্পর্কে ছিলেন অভিনেতা টাইগার শ্রফ ও অভিনেত্রী দিশা পাটানি। কিন্তু বিয়ের কথা শুনলেই নাকি গায়ে জ্বর আসত টাইগারের। সংসার করতে চাইতেন দিশা। এ নিয়ে দুপক্ষ একমুখী না হওয়ায় ভেঙে যায় এত দিনের সম্পর্ক। টাইগারের সঙ্গে বিরহের রেশ কাটতে না কাটতেই দিশার জীবনে আসে নতুন প্রেম। প্রেমিক শরীরচর্চার সঙ্গী আলেকজান্ডার অ্যালেক্স। বর্তমানে অ্যালেক্স এর সামাজিক মাধ্যম পাতাজুড়ে শুধুই দিশার ছবি। মুম্বাই শহরের আনাচকানাচে ঘুরতে দেখা গেছে তাদের। কিন্তু সেই দিশাই টাইগার থেকে আলেকজান্ডার- সবাইকে ভুলে প্রভাসে মজলেন।

এই মুহূর্তে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে প্রভাস অভিনীত ছবি 'কল্কি ২৮৯৮ এডি' ছবিটি। ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে নাগ অশ্বিনের এই ছবি। 'বাহুবলী'র পর থেকে প্রভাস ক্যারিয়ারে একের পর এক ব্যর্থতা একাই ঢেকে দিয়েছে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'। তার পরই দিশা হাতে লিখেছেন 'পিডি'। গুঞ্জন, 'কল্কি' ছবির শুটিংয়ের সময় থেকে কাছাকাছি আসেন দিশা ও প্রভাস। শুটিংয়ের পর একসঙ্গে আড্ডা মারতেন তারা। শুধু তাই নয়, হায়দরাবাদের নানা রেস্তোরাঁ ও ক্যাফেতে একসঙ্গে সময় কাটাতেও দেখা যেত তাদের। তারপরই অভিনেত্রী হাতে পি ডি লেখা দেখা নেটাগরিকদের একাংশের ধারণা এটা 'প্রভাস'কে নিয়েই। যদিও নিজের বা হাতের এই লেখা নিয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেননি দিশা।

শোয়েবকে বিয়ের আগে কেন শহিদ কাপুরের সঙ্গে প্রেম ভেঙেছিল সানিয়া মির্জার?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সানিয়া মির্জা, ভারতের তারকা খেলোয়াড়। দু'দশকের বেশি সময় ধরে টেনিস খেলেছেন তিনি। আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন সানিয়া। টেনিস থেকে অবসর নিলেও তাকে নিয়ে চর্চার শেষ নেই।

টেনিস তারকা সানিয়ার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে অবিরত। কানাঘুষা শোনা যায়, বলিউড অভিনেতা শহিদ কাপুরের সঙ্গেও নাকি সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই শহিদ কাপুর সানিয়ার ওপর অধিকারবোধ ফলাতেন বলে সম্পর্কে ইতি টানেন টেনিস তারকা।

২০১০ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিককে বিয়ে করেন সানিয়া। বিয়ের আট বছর পর ২০১৮ সালে পুত্রসন্তান ইজহানের জন্ম দেন তিনি। দীর্ঘ দিন এক ছাদের তলায় থাকলেও সংসার ভেঙে যায় সানিয়া এবং শোয়েবের।

২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে সানিয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানান, কয়েক মাস আগে শোয়েবের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে তার। বিচ্ছেদের পর পুত্রসন্তানকে নিয়ে একাই থাকেন সানিয়া। টেনিস থেকেও অবসর নিয়েছেন তিনি। বলিপাড়ার অন্দরমহলে কান পাতলে শোনা যায়, ২০০৯ সালে এক বন্ধুর বাড়ির পার্টিতে সানিয়ার সঙ্গে আলাপ হয় শহিদ কাপুরের। সেখানেই বন্ধুত্ব হয় দু'জনের। টেনিস তারকার সঙ্গে অভিনেতার বন্ধুত্ব ক্রমশ গভীর হতে থাকে।

বলিপাড়ার অধিকাংশের দাবি, কারিনা কাপুরের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর সানিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও বাড়তে থাকে শহিদ কাপুরের। দু'জনের বন্ধুত্ব ক্রমে প্রেমের সম্পর্কে পরিণত হয়।

সানিয়া এবং শহিদ দু'জনের কেউ তাদের সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে লুকোচুরিও খেলতেন না তারা। দু'জনকে একসঙ্গে বহু জায়গায় দেখা গিয়েছে। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরার লেন্সে একসঙ্গে ধরাও দিয়েছেন তারা।

কানাঘুষা শোনা যায়, সানিয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে চান বলে পরিচালকের কাছে শুটিংয়ের স্থান এবং সময় পরিবর্তন করার অনুরোধ করেছিলেন শহিদ কাপুর।

২০০৯ সালে বিশাল ভরদ্বাজের পরিচালনায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'কামিনে' ছবিটি। এই ছবির আউটডোর শুটিং হয়েছিল হায়দারাবাদে। বলিপাড়ার গুঞ্জন, হায়দারাবাদে যেন শুটিং করা হয় সেই অনুরোধ বিশালের কাছে করেছিলেন শহিদ।

বলিপাড়ার একাংশের দাবি, হায়দারাবাদে শুটিংয়ে গেলে সানিয়ার সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন বলেই শুটিংয়ের স্থান, সময় ঠিক করেছিলেন শহিদ। সানিয়ার সঙ্গে শহিদের সম্পর্ক অবশ্য বেশি দিন টেকেনি।

শোনা যায়, সানিয়াকে নাকি 'ট্রফি' হিসেবে দেখতেন শহিদ। টেনিস তারকার প্রতি অধিকারবোধ খাটাতে থাকেন অভিনেতা। তাই শহিদের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানেন সানিয়া।

বলিপাড়ার গুঞ্জন, সানিয়া এবং শহিদের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে এক তেলুগু অভিনেতা প্রবেশ করেছিলেন। সে কারণেই নাকি দুই তারকার সম্পর্ক ভেঙে যায়।

শহিদের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিয়ে হয় সানিয়ার। অন্য দিকে ২০১৫ সালে মীরা রাজপুতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন শহিদ।

করন জোহর সঞ্চালিত 'কফি উইথ করন' শোয়ের একটি পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সানিয়া। করন তাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, শহিদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল কি না।

করনের প্রশ্নে সানিয়া জবাব দিয়েছিলেন, "এগুলো বহু পুরনো কথা। আমার ঠিকঠাক মনেও নেই। এ রকম কিছুই হয়নি। আমাকে তো সারা দিন ঘুরে বেড়াতেই হতো।"

করন মজার ছলে সানিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- রণবীর কাপুর, রণবীর সিং এবং শহিদ কাপুরের মধ্যে তিনি কার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটাতে চান, কাকে বিয়ে করতে চান এবং কোন অভিনেতাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চান।

করনের প্রশ্নে সানিয়ার জবাব ছিল, "আমি রণবীর সিংয়ের সঙ্গে অন্তরঙ্গ মুহূর্ত কাটাতে চাই। রণবীর কাপুরকে বিয়ে করতে চাই এবং শহিদকে মেরে ফেলতে চাই।"

আমি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে কুৎসিতদর্শন অভিনেতা, কেন বললেন নওয়াজউদ্দিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত দু'দশকে বলিউডে সৌন্দর্যের পরিবর্তে অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতার ওপর নির্মাতারা বেশি জোর দিচ্ছেন। আর তা না হলে, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির মতো অভিনেতারা মূলধারার ছবিতে হয়তো জায়গা পেতেন না। সম্প্রতি এই বিষয়ে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন 'গ্যাংস অব ওয়াসেপুর' খ্যাত অভিনেতা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নিজেকে বলিউডের 'সবচেয়ে কুৎসিতদর্শন অভিনেতা' হিসেবে উল্লেখ করেন নওয়াজ। তিনি বলেন, বলিউডে ক্যারিয়ারের শুরুতে চেহারার জন্য তাকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়েছে। নওয়াজের কথায়, "জানি না, আমাদের চেহারা দেখে কেন অনেকে ঘৃণা করেন।"

এরই সঙ্গে অভিনেতা বলেন, "আয়নায় নিজেকে দেখলে আমারও নিজেকে কুদর্শন বলেই মনে হয়। নিজেকেই তখন প্রশ্ন করি যে, এত কদাকার চেহারা নিয়ে কেন ইন্ডাস্ট্রিতে এলাম!"

এখানেই থেমে থাকেননি নওয়াজ। তিনি বলেন, "চেহারার দিক থেকে আমি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে কুৎসিতদর্শন অভিনেতা। শুরু থেকেই প্রচুর কটাক্ষ শুনেছি, তাই এখন মনে মনে সেটা বিশ্বাসও করি।"

যদিও দীর্ঘ সময় চেহারা নিয়ে কটু কথা শোনার পরেও নওয়াজ মনের জোরে বলিউডে অভিনয় চালিয়ে গিয়েছেন। নওয়াজের কথায়, "ইন্ডাস্ট্রির প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। বরং যারা আমাকে বিশ্বাস করে কাজ দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।"

একই সঙ্গে নওয়াজের আত্মবিশ্বাস, "কারও যদি প্রতিভা থাকে, তা হলে ইন্ডাস্ট্রি তাকে অনেক কিছু দেয়। সমাজে বৈষম্য রয়েছে, কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে নেই।"

সম্প্রতি, ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে নওয়াজ অভিনীত 'রাউতু কা রাজ' ছবিটি। এছাড়াও বেশ কিছু নতুন ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেতা।

দ্রাবিড়কে 'ভারত রত্ন' খেতাবে দেখতে চান গাভাস্কার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারতকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ট্রফি উপহার দিয়ে হেড কোচের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। ক্রিকেটার জীবনে বিশ্বকাপের ট্রফি ছোঁয়া হয়নি রাহুলের। যদিও খেলোয়াড় হিসেবে তার সাফল্য বিস্তর। শেষমেশ কোচ হিসেবে সেই আক্ষেপ মিটিয়ে নিলেন দ্রাবিড়।

ক্রিকেটার হিসেবে, ক্যাপ্টেন হিসেবে, এনসিএ প্রধান হিসেবে এবং জুনিয়র ও সিনিয়র দলের কোচ হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটে রাহুল দ্রাবিড়ের অবদান বিরাট। সেদিকে তাকিয়েই তাকে এবার ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মাননা দেওয়ার দাবি উঠল।

রাহুল দ্রাবিড়কে ভারতের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ভারত রত্নে ভূষিত করার দাবি জানালেন আরেক কিংবদন্তি সাবেক ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার। তিনি আপামর ভারতবাসীকে আহ্বান জানান তার দাবিকে সমর্থন করার।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম মিড ডে-র কলামে গাভাস্কার লেখেন, ভারত সরকার যদি দ্রাবিড়কে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত করে, তবে সেটা যথোপযুক্ত হবে। কেননা রাহুল সেটার যথার্থ দাবিদার। মহান ক্রিকেটার এবং দেশের অন্যতম সেরা ক্যাপ্টেন যে কিনা ওয়েস্ট ইন্ডিজে এমন সময়ে অ্যাওয়ে সিরিজ জিতিয়েছে, যখন ওদেশে জয় তুলে নেওয়া বিশেষ বলে বিবেচিত হতো। তাছাড়া ইংল্যান্ডে ভারতের যে তিনজন ক্যাপ্টেন টেস্ট সিরিজ জিতেছে, তাদের মধ্যে একজন হলো দ্রাবিড়। ন্যাশনাল ক্রিকেট একাডেমির প্রধান হিসেবে এবং পরে সিনিয়র দলের কোচ হিসেবেও দেখিয়েছে প্রতিভাদের কীভাবে পরিণত করে তুলতে হয়।

গাভাস্কার আরও লেখেন, দ্রাবিড়ের কৃতিত্ব সমস্ত পার্টি লাইনের ঊর্ধ্বে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে গোটা দেশকে অনাবিল আনন্দ উপহার দিয়েছে। নিশ্চিতভাবেই ও দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান দাবি করে। চলো সবাই মিলে সরকারের কাছে দাবি তুলি ভারতের মহান সন্তানের স্বীকৃতির জন্য। ভারতরত্ন রাহুল শরদ দ্রাবিড়, দারুণ শোনাচ্ছে না?'

উল্লেখ্য, রাহুলের কোচিংয়ে ভারতের সিনিয়র ক্রিকেট দল ২০২৪-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছাড়াও ২০২৩-এর ওয়ানডে বিশ্বকাপে রানার্স আপ হয়। তার আগে রাহুলের প্রশিক্ষণেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপেও রানার্স আপ হয় ভারত। খেতাব জেতে এশিয়া কাপের। রাহুল দ্রাবিড়ের কোচিংয়ে ভারতের যুব দল ২০১৮ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জেতে।

ইউরো থেকে বিদায়ের পর রোনালদোর 'অন্যরকম' বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : চলতি আসরের পর ইউরোর ইতি টানবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো, এটা আগেই জানা গিয়েছিল। কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের সঙ্গে টাইব্রেকারে হেরে বিদায় ঘণ্টা বাজে পর্তুগালের।

আর কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়ের পরই নানান কারণে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পাঁচবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই ফুটবলার। নিজের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সম্ভাব্য অবসর নিয়েও তাকে সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে। তবে রোনালদোর সঙ্গে অবসর নিয়ে এখনও কোনো কথাই হয়নি বলে জানিয়েছেন পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ।

এদিকে নানান আলোচনার মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন রোনালদো। সেই বার্তায় নিজের অবসর নিয়ে কিছুই আলোকপাত করেননি রোনালদো। তবে ইউরো থেকে এমন বিদায়ে হতাশ তিনি।

রোনালদো লিখেছেন, 'আমরা আরও বেশি চেয়েছিলাম। আমাদের আরও বেশি প্রাপ্য ছিল। আমাদের নিজেদের জন্য, আমাদের প্রত্যেকের জন্য, পর্তুগালের জন্য।'

ব্রাজিলের এমন হারের পর যা বলছেন দানিলো-এন্ড্রিক

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : সর্বশেষ ২০০২ সালে ফিফা বিশ্বকাপ শিরোপা জয়ের পর বৈশ্বিক আসরে তেমন কোনো সাফল্য নেই পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের। সময়ের সাথে কোপা আমেরিকাতেও সেলেসাওদের সেই দৈন্যতা ফুটে উঠেছে। এমন হারের পর নিজের হতাশা লুকাননি ১৭ বছর বয়সী তরুণ স্ট্রাইকার এন্ড্রিক ফেলিপে। ক্লাব মৌসুমের শুরুতে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে যাওয়া এই তারকা বলেন, 'আমি দুঃখিত, শুধু আমরাই নই, পুরো ব্রাজিলিয়ান গোষ্ঠীর মনের অবস্থা বুঝতে পারছি। এভাবে বিদায় মেনে নেওয়া কঠিন, তাও আবার পেনাল্টি শ্যুট আউটে। কঠিন হলেও আমরা মাথা উঁচু রাখতে চাই, কারণ আমরা ব্রাজিলকে আবারও তাদের শীর্ষস্থানে নিয়ে যেতে চাই। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি এখানে হয়নি।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব, প্রস্তুতি শুরু করব পরবর্তী বিশ্বকাপকে সামনে রেখে এবং আশা করি এই সময়ে ব্রাজিলিয়ানদের সমর্থন আমাদের পাশে থাকবে। আমরা জানি তাদের জন্য-ও বিষয়টা কঠিন, কিন্তু তাদের সমর্থনই আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রথমবার শুরুর একাদশে খেলার সুযোগ পেয়ে আমি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই।'

কোপা থেকে বিদায়ের পর নিজেদের দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছেন ব্রাজিলের অধিনায়ক দানিলো। এই রাইটব্যাক বলেন, 'সম্ভবত আমরা যেসব সুযোগ পেয়েছি, তার কোনোটাই কাজে লাগাতে পারিনি। এক বা দুটি ক্লিয়ার চান্সকে গোলে পরিণত করা যায়নি। তবে এটি বলাটা কঠিন, কারণ আমরা নিজেদের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছি, লড়েছি শেষ পর্যন্ত। এরপর পেনাল্টি হলো, যেখানে কোনো লটারি জিতিনি।'

ব্রাজিলের বিদায়, টাইব্রেকারে জিতে সেমিফাইনালে উরুগুয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে প্রথমার্ধ তো বটেই পুরো ম্যাচেই কোনো গোল করতে পারেনি ব্রাজিল ও উরুগুয়ে। কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচজুড়ে চললো শরীরী ভাষার লড়াই, রেফারিকে তটস্থ থাকতে হলো সর্বক্ষণ, হলুদ কার্ড-লাল কার্ডের মহড়া চললো। ৭৪ মিনিটে মিডফিল্ডার নাহিতান নান্দেজ লাল কার্ড দেখায় উরুগুইয়ানরা দশজনের দলে পরিণত হয়। কিন্তু সেই সুযোগও কাজে লাগাতে ব্যর্থ দরিভাল জুনিয়রের ব্রাজিল। শেষপর্যন্ত গোলশূন্য ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। যেখানে এডার মিলিটাও এবং ডগলাস লুইসের দুটি ব্যর্থ শটে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে ব্রাজিলের, বিপরীতে সেমিফাইনালে উঠেছে উরুগুয়ে।

আজ রবিবার (৭ জুলাই) বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় শুরু হওয়া ম্যাচে বল দখলের লড়াইয়ে এগিয়ে ছিল ব্রাজিল। উরুগুয়ের ৪০ শতাংশের বিপরীতে ব্রাজিল বল পেয়েছে ৬০ শতাংশ। উরুগুয়ে ১২টি শট নিয়ে ১টি লক্ষ্যে রাখতে পারে, ব্রাজিল ৭ শটের ৩টি লক্ষ্যে রাখলেও গোলের দেখা পায়নি।

প্রথমার্ধের শুরু থেকেই দুই দল বল দখলের লড়াইয়ের চেয়ে শারিরীক শক্তির লড়াই দেখাতেই যেন মনোযোগী ছিল। তাতে ১৩ মিনিটেই ৫টি ফাউল দেখতে হয়েছে দর্শকদের। ম্যাচের ৩৫তম মিনিটে মোক্ষম একটু সুযোগ পেয়েছিল ব্রাজিল, তবে কাজে লাগাতে পারেননি রাফিনহা। লুকাস পাকেতা হেড দিয়ে পাস বাড়িয়েছিলেন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডের দিকে। বল পেয়েই চিতার গতিতে ছুট দেন রাফিনিয়া। বক্সে গিয়ে গোলরক্ষকের মাথার উপর দিয়ে চিপ শট নিয়েছিলেন। তবে এক হাতে তাকে হতাশ করেন উরুগুয়ের গোলরক্ষক। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে আরও একটি মিস করেন রাফিনিয়া। ফলে ব্রাজিলের সুযোগ থাকলেও এগিয়ে যাওয়া হয়নি। তাতে প্রথমার্ধ গোলশূন্য ড্র নিয়েই বিরতিতে যায় দুই দল।

বিরতির পরই দলে একটা পরিবর্তন আনেন উরুগুয়ে কোচ বিয়েলসা। মাতিয়াস ভিনার জায়গায় সেবাস্তিয়ান কেকারেসকে নামান তিনি। এর খানিক বাদেই হলুদ কার্ড দেখেন ম্যানুয়েল উগার্তে। হাতে বল স্পর্শ করায় তাকে হলুদ কার্ড দেন রেফারি। ৫৩তম মিনিটে গোল পেতে পারতো উরুগুয়ে। ফেদে ভালভার্দের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে বল ঘুরিয়ে দেন কেকারেস। তবে তার শট রুখে দেন ব্রাজিল গোলরক্ষক আলিসন বেকার। ৪৭তম মিনিটে আরেকটি মিস করেন আরাউহো। ৬০তম মিনিটে হলুদ কার্ড দেখেন উরুগুয়ের নিকোলাস দে লা ক্রুজ।

উরুগুয়ে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা খায় ৭৪তম মিনিটে। বল নিয়ে রাফিনিয়া এগোচ্ছিলেন দ্রুতগতিতে। তাকে ঠেকাতে গিয়ে কড়া ট্যাকল করে বসেন নাহিতান নান্দেজ। প্রথমে সিদ্ধান্ত নিতে সংশয়ে থাকা রেফারি সহায়তা চান ভিএআর-এর। তাতে ধরা পড়ে নান্দেজের কড়া ট্যাকল। দেরি না করে লাল কার্ড দেখিয়ে তাকে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন রেফারি।

৮৪ মিনিটে এনড্রিকের শট রুখে দলকে আরেকবার রক্ষা করেন উরুগুয়ের প্রহরী। ৮৭ মিনিটে আক্রমণ করেছিলেন ভালভার্দে। তবে বাধা পায় সেটাও। বাকি সময়েও একই ধারায় খেলে নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্যই থাকে দুই দল। যোগ করা সময়েও একই অবস্থা থাকলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে।

ফাইনালের সেই ক্যাচ নিয়ে মুখ খুললেন সূর্যকুমার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে শেষ ওভারে বাউন্ডারি লাইনে ডেভিড মিলারের দারুণ এক ক্যাচ নিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটার সূর্যকুমার যাদব। মূলত ওই ক্যাচ শিরোপা জয়ের টার্নিং পয়েন্ট ছিল বলে মনে করেন অনেকেই।

কিন্তু সেই ক্যাচ নিয়ে বিতর্ক ডালপালা মেলেছে। ডেভিড মিলার কী আসলে ছক্কা মেরেছেন, নাকি আউট হয়েছেন-তা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পক্ষে-বিপক্ষে চলছে বিস্তর আলোচনা।

ক্যাচটি নিয়ে অবশ্য ম্যাচ শেষে নিজের উচ্ছ্বাসের কথা বলেছিলেন সূর্যকুমার। এবার তিনি কথা বললেন, এটা নিয়ে ওঠা বিতর্কের বিষয়ে। ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে সূর্যকুমার বলেছেন, তিনি জানেন যে তার পা দড়ি স্পর্শ করেনি।

ক্যাচটি কি ঠিক ছিল বা ক্যাচটি ধরার সময় সূর্যকুমারের পা কি বাউন্ডারি লাইনে লেগেছিল? টিভি রিপ্লেতে এটা অতটা স্পষ্ট হয়নি। এ নিয়ে সূর্যকুমার বলেছেন, 'আমি যখন বলটি মাঠের ভেতরে ঠেলে দিই এবং ক্যাচটি নেই, আমি জানি-আমার পা দড়ি স্পর্শ করেনি। আমি শুধু একটা জিনিস নিয়েই সতর্ক ছিলাম, পা যেন দড়িতে না লাগে। আমি জানতাম, এটা সঠিক ক্যাচ।'

এরপর তিনি যোগ করেন, 'যেকোনো কিছুই ঘটতে পারত। বলটি যদি ৬ হয়ে যেত, সমীকরণটি ৫ বলে ১০ রানের দাঁড়াত। এরপরও হয়তো আমরা জিততাম। কিন্তু জয়ের ব্যবধানটা কম হতে পারত।'

এমন একটি ক্যাচ যে হঠাৎ করেই ধরে ফেলেছেন, তা নয়। এর জন্য যে অনেক অনুশীলন করেছেন, সেটিও বলেছেন সূর্যকুমার, 'যে ক্যাচটি আমি নিয়েছি, এটা বিভিন্ন মাঠে বাতাসের ওপর নির্ভর করে অনুশীলন করেছি।'

সম্ভবত আমার জীবনের সেরা ম্যাচ: পর্তুগাল গোলরক্ষক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ ষোলোয় ফ্রাঙ্কফুর্টে সোমবার রাতে স্লোভেনিয়াকে টাইব্রেকারে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছে পর্তুগাল। এই জয়ে আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে পর্তুগিজরা।

ইউরোর ইতিহাসে কোনো গোলকিপারই টাইব্রেকারে তিনটি শট ঠেকাতে পারেননি। কস্তা তা করে দেখিয়েছেন। এর আগে ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে পর্তুগালকে বাঁচিয়েছেন 'নিশ্চিত' গোলের হাত থেকে। তাই ম্যাচসেরা পুরস্কারটা তার হাতেই ওঠে।

ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমার জীবনের সেরা ম্যাচ এটি। এমন এক ম্যাচ যেখানে সম্ভবত দলের সবচেয়ে বেশি কাজে লেগেছে।'

গোলশূন্য ড্রয়ের পর টাইব্রেকারে প্রথমে ইয়োসেপ আইলিসিচের শট বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকান কস্তা। পরে ইউর বাস্কোভেচ ও বেনজামিন ভারবিচের শট ঠেকাতে ডান দিকে ঝাঁপ দেন তিনি। পেনাল্টি ঠেকাতে জুড়ি নেই তার। এখন পর্যন্ত ৪২ পেনাল্টির ১৩টিই ফিরিয়ে দিয়েছেন এই গোলরক্ষক। দুই বছর আগে টাইব্রেকার ছাড়াই টানা তিন ম্যাচে পেনাল্টি ঠেকিয়ে গড়েন অনন্য নজির।

টাইব্রেকারে অসাধারণ দৃঢ়তা দেখানো নিয়ে কস্তা বলেন, 'অবশ্যই শুটারদের নিয়ে কাটাছেঁড়া করি, কিন্তু খেলোয়াড়রা তাদের মন বদলায় এবং শুট করার দিক বদলায়। আমি কেবল নিজের সাহস নিয়ে ঝাঁপ দিয়েছি। আমাকে সেটাই করতে হতো বলে আমি মনে করেছি। দলকে সাহায্য করতে পেরে আমি খুবই খুশি এবং রোমাঞ্চিত।'

ম্যাচের একদম শেষ সময়ে গোল প্রায় পেয়েই গিয়েছিল স্লোভেনিয়া। পাল্টা আক্রমণে গিয়ে ফাঁকায় বল পেয়ে যান দলটির ফরোয়ার্ড বেঞ্জামিন সেস্কো। কিন্তু সামনে শুধু কস্তার অসাধারণ সেভের কারণে হতাশই হতে হয় তাকে।

ওয়ান-অন-ওয়ান সেভটি নিয়ে কস্তা বলেন, 'ভেবেছিলাম আমাকে তা ঠেকাতে হবে। এর জন্য নিজের সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করব। আমি তার (সেস্কো) বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ার চেষ্টা করেছি। সৌভাগ্যক্রমে দলকে আমি সহায়তা করতে পেরেছি। যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।'

ইউরো থেকে ছিটকে যাওয়া পেদ্রির কাছে ক্ষমা চাইলেন ক্রুস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ইউরো থেকে ছিটকে গেছেন স্পেনের মিডফিল্ডার পেদ্রি। হাঁটুর চোটে ইউরোর বাকি অংশে আর খেলা হচ্ছে না স্পেনের এই মিডফিল্ডারের। শুক্রবার (৫ জুলাই) জার্মানির বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল চলাকালীন হাঁটুতে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন বার্সেলোনার এই মিডফিল্ডার।

শনিবার (৬ জুলাই) স্পেন নিশ্চিত করেছে যে, ২১ বছর বয়সী পেদ্রির বাঁ পায়ের হাঁটু মচকে গেছে। তবে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেলেও ইউরোর বাকি সময়টা স্পেনের স্কোয়াডের সঙ্গেই থাকবেন এই মিডফিল্ডার। আগামী বৃহস্পতিবার (১১ জুলাই) প্রথম সেমিফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হবে স্পেন।

কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে গড়ানোর ১০ মিনিট না যেতেই স্বাগতিক জার্মানির টনি ক্রুসের একটি ট্যাকলে আঘাত পান পেদ্রি।

স্পেনের বিপক্ষে শেষ মুহূর্তের গোলে হেরে বিদায় নেওয়ায় জার্মানির হয়ে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষ হয়েছে ক্রুসের। ২০১৪ বিশ্বকাপজয়ী ক্রুস তার ট্যাকলে পেদ্রির ইউরো শেষ হয়ে যাওয়ায় ক্ষমা চেয়েছেন। ইনস্টাগ্রামে তিনি লিখেছেন, 'আমি দুঃখপ্রকাশ করছি এবং পেদ্রির কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।'

ক্রুস আরও লিখেছেন, 'আমি আশা করছি, সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার কোনো ইচ্ছাই ছিল না তাকে আঘাত দেয়ার এবং আমি তার মঙ্গল কামনা করছি। সে দারুণ একজন খেলোয়াড়।'

পেদ্রিকে ঠিক কতদিন মাঠের বাইরে থাকতে হবে তা জানায়নি স্পেন। তবে স্পেন যদি ১৪ জুলাইয়ের ফাইনালে উঠতেও সমর্থ হয়, তারপরও পেদ্রি যে খেলতে পারবেন না, তা মোটামুটি নিশ্চিত। ধারণা করা হচ্ছে, অন্তত একমাস তাকে মাঠের বাইরে থাকতে হবে।

এমএলএসের অল স্টার দলে মেসিসহ আরও যারা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : মেজর লিগ সকার (এমএলএস) অল-স্টার ম্যাচের জন্য ৩০ জনের একটি প্রাথমিক দল ঘোষণা করা হয়েছে। যেখানে ইন্টার মায়ামি থেকে সুযোগ পেয়েছেন লিওনেল মেসি, সের্হিও বুসকেতস, জর্দি আলবা ও লুইস সুয়ারেস।

আগামী ২৪ জুলাই কলাম্বাসের ওহিওয় মেক্সিকান লিগ অল-স্টার্সের বিপক্ষে মাঠে নামবে এমএলএস লিগের শীর্ষ প্রতিভাবানরা।

আটবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী ৩৭ বছর বয়সী মেসি মিয়ামির হয়ে প্রথম মৌসুমেই ১২ ম্যাচে ১২ গোল করা ছাড়াও ১৩টি অ্যাসিস্ট করেন। চলতি মৌসুমে ২১ ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষ মায়ামি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR